কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাফল্য

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে কৃষি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। ক্রমবর্ধমান বিপুল জনসংখ্যার এ দেশে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি কৃষি উৎপাদন ও কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমানে দেশে জিডিপির প্রায় এক পঞ্চমাংশ অর্জিত হয় কৃষি খাত থেকে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথাসময়ে, যথাযথ মানের উপকরণ সরবরাহ এবং উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তা কৃষক পর্যায়ে প্রয়োগ অতি গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় বীজ মেলা ২০১১ পরিদর্শনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কৃষি খাতের গুরুত্ব বর্তমান নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের রূপকল্প ২০২১ এ যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমান মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে কৃষি ক্ষেত্রে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে-

- সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করতে ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- কৃষি উপকরণের ওপর ভর্তুকি বৃদ্ধি এবং উপকরণ সহজলভ্য করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা
- বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাণিজ্যিক কৃষি উন্নয়ন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং উন্নয়নসহ কৃষি আধুনিকীকরণ, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে গবেষণা সুবিধাদি বৃদ্ধি করা ইত্যাদি

বর্তমান মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং কৃষিমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, জনকল্যাণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তরসমূহ যে সব উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে সেগুলো হলো -

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির কারণে দেশ আজ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ফলে কষ্টার্জিত বৈদিশিক মুদ্রা ব্যয় করে চাল আমদানি করতে হচ্ছে না বরং সুগন্ধি চাল ও আলু বিদেশে রফতানি করা হচ্ছে। বিগত বছরসমূহের খাদ্যশস্য (চাল, গম ও ভুট্টা) উৎপন্ন হয়েছে ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ সালে যথাক্রমেঃ ৩৩৩.০৩, ৩৪৫.৯৬, ৩৬০.৬৫ ও ৩৬৮.৩৯ লক্ষ মে. টন। ২০১২-১৩ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৭২.৬৬ লক্ষ মে. টন। আলু উৎপন্ন হয়েছে ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ সালে যথাক্রমেঃ ৬৭.৪৬, ৮৪.০০, ৮৩.২৬, ৮২.০৫ ও ৮৬.০৩ লক্ষ মে. টন। এ সময়ে পেঁয়াজ, গম ও সব্জির উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেড়েছে।

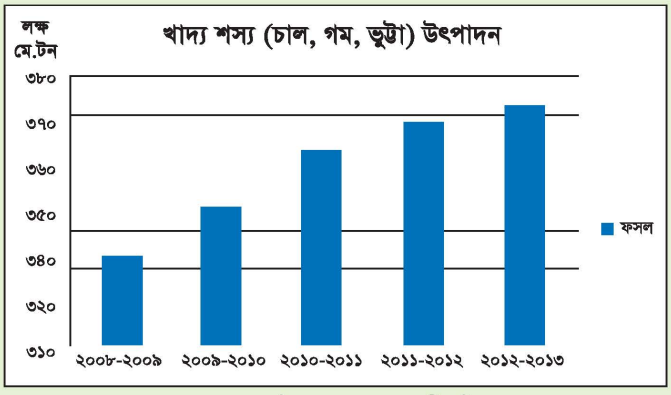

খাদ্য শস্য উৎপাদন (সূত্র : ডিএই)

বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বিগত সাড়ে চার বছরে ৬ লাখ ৩৬ হাজার ৬২৩ মে. টন বিভিন্ন ফসলে বীজ উৎপাদন করেছে যা পূর্ববর্তী সরকারের সময়ে ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৫৯ মে. টনের তুলনায় আড়াই গুণ বেশি। একই সময়ে ৫ লাখ ৫ হাজার ৪২৪ মে. টন বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করেছে যা পূর্ববর্তী সরকারের আমলে বিতরণকৃত ২ লক্ষ ১০ হাজার মে. টনের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। ২০০৮-০৯ সালে বিএডিসি কর্তৃক বোরো ধানের বীজ বিতরণের পরিমাণ ছিল জাতীয় চাহিদার মাত্র ৩৯% যা বর্তমানে বেড়ে ৫৯%-এ দাঁড়িয়েছে।

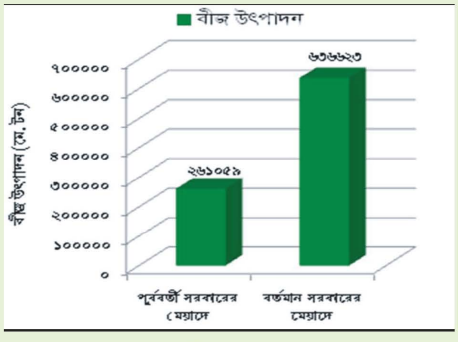

বীজ উৎপাদন

বীজ প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিএডিসির বীজ সংরক্ষণ ক্ষমতা ৬৪,৪০৫ মেট্রিক টন হতে ১,৭০,২৮২ মে. টন উন্নীত করা হয়েছে। এর মধ্যে বীজ আলু সংরক্ষণ ক্ষমতা ১৭,০০০ মে. টন হতে ২৩,০০০ মে. টনে উন্নীত করা হয়েছে।

দেশের বৃহত্তম বীজ বর্ধন খামার স্থাপন

জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরি প্রভাব মোকাবেলায় প্রতিকূলতা সহনশীল জাত আবাদের লক্ষ্যে বিএডিসি কর্তৃক পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার চর এলাকায় ১,০৪৪.৩৬ একরের একটি বৃহত্তম নতুন বীজ বর্ধন খামার স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে আগামী তিন বছরের প্রতিকূলতা সহনশীল জাত সহ অন্যান্য জাতের ১১,৫০০ মে.টন ভিত্তি শ্রেণির বীজ উৎপাদন করা হবে। এর ফলে ঐ এলাকায় অনাবাদী জমি আবাদের এলাকায় আসবে: এলাকার জনগণের কর্মসংস্থান ও পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হবে।

জাত উদ্ভাবন

পরিবর্তনশীল জলবায়ু প্রতিকূলতার সাথে খাপ খাওয়ার উপযোগী বিভিন্ন ফসলের জাত আবিষ্কারের প্রতি বর্তমান সরকার কর্তৃক অধিকতর গুরুত্বারোপ করে। বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন ফসলের মোট ১৪৫টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৪টি নতুন জাতের গম, ট্রিটিক্যালি ২টি, ২টি হাইব্রিড জাতের ভুট্টা, ১টি বেবিকর্নের জাত, আলুর ১৭টি, ডাল ফসলের ৪টি, তেল ফসলের ৪টি, শাকসবজির ১৮টি, ফলের ১৮টি, মসলা ফসলের ৫টি, ফুলের ১৩টি নতুন জাত আবিষ্কার করা হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক খরা, লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু ১২টি ইনব্রিড ও ২টি হাইব্রিড ধানের জাত আবিষ্কার করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ধানের ৭টি, মসুর ডালের ৪টি, মুগ ডালের ১টি, ছোলার ৪টি, টমেটোর ৫টি, সরিষার ২টি, তিল ফসলের ২টি, সয়াবিনের ৪টি ও চিনাবাদামের ২টি উচ্চফলনশীল নতুন জাত আবিষ্কার করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ ইক্ষু

গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৩টি উন্নতমানের আখের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ১টি নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিভিন্ন ফসলের এসব নতুন জাত আবিষ্কারের ফলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার বলয় সুরক্ষিত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক তোষা পাটের ৩টি, দেশি পাটের ৩টি, কেনাফের ১টি, মেসতার ১টিসহ মোট ৮টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে দেশের উৎপাদন এলাকা ও একর প্রতি ফলন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় বীজমেলা পরিদর্শন

খরা সহনশীল নতুন নেরিকা ধানের প্রচলন

আফ্রিকা হতে সংগৃহীত "নেরিকা" জাতের ধান এদেশে আবাদের উপযোগিতা পরীক্ষার জন্য বিএডিসির নিজস্ব খামারে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম বর্তমান সরকারের সময় সেপ্টেম্বর, ২০০৯ মাস থেকে শুরু করা হয়। খরা সহিষ্ণু ও স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন নেরিকা ধান এই দেশের আবহাওয়া উপযোগিতায় আউশ, আমন ও বোরো এ তিন মৌসুমেই আবাদ করে সফলতা পাওয়া গিয়েছে। নেরিকা ধানের প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কালে নেরিকা ধানে প্রাকৃতিক ভাবে মিউটেশন সংঘটিত হওয়ায় নেরিকা মিউট্যান্ট নামে এক নতুন জাত নির্বাচন করা সম্ভব হয়েছে, যার ফলন প্রতি হেক্টরে ১০ মে. টনের ও বেশি। উচ্চ ফলনশীল ইনব্রিড জাত সমূহের তুলনায় নেরিকা মিউট্যান্ট অধিক ফলন সম্পন্ন হয় এই জাতটি কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে এবং এই জাতের আবাদ অধিক হারে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

SL- 8H জাতের সুপার হাইব্রিড ধানের প্রচলন

ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকারের আমলে বিএডিসি SL- 8H নামের একটি নতুন জাতের সুপার হাইব্রিড বোরো ধানের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে। এই জাতের ধানের ফলন হেক্টর প্রতি ১৪ মে.টন। অধিক ফলন সম্পূর্ণ হওয়ায় কৃষকদের মাঝে এই ধানের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে এ পর্যন্ত ২,০৮৬ মে.টন বীজ কৃষক পর্যায় সরবরাহ করা হয়েছে।

পাটের জেনোম তথ্য উন্মোচন (Genome sequencing of jute)

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. মাকসুদুল আলম এর নেতৃত্বে দেশের একদল তরুণ বিজ্ঞানী বিশ্বে সর্বপ্রথম তোষা ও দেশি পাটের জীবন রহস্য আবিষ্কার করেন। পাশাপাশি পাটসহ পাঁচশতাধিক ফসলের ক্ষতিকারক ছত্রাক *Macrophomina phaseolina* এর জীবন রহস্য উন্মোচনও সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য কোন ফসলের জীবন রহস্য উন্মোচনে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে এটিই প্রথম। এ আবিষ্কার জীব প্রযুক্তির গবেষণায় বাংলাদেশের সক্ষমতাকে বিশ্ব মানে পৌঁছে দিয়েছে। উক্ত আবিষ্কারের ফলে পাটের বিভিন্ন প্রতিকূলতা (যেমন লবণাক্ততা, খরা, রোগ-পোকা ইত্যাদি) সহনশীল উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য সরকার ইতোমধ্যে ১১৮.২০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে যা বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট বাস্তবায়ন করছে।

পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সারের মূল্য হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা

সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ৬ দিনের মধ্যে নন-ইউরিয়া সারের দাম কমিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। ফসলে সুষম সার প্রয়োগ ও কৃষকের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে নন-ইউরিয়া সারের মূল্য মহাজোট সরকারের আমলে এ পর্যন্ত তিনবার হ্রাস করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে প্রতিকেজি টিএসপি সারের বিক্রয়মূল্য কমিয়ে ৮০ টাকা থেকে ২২ টাকা, এমওপি ৭০ টাকা থেকে ১৫ টাকা এবং ডিএপি সারের মূল্য ৯০ টাকা থেকে ২৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ২৫ আগস্ট ২০১৩ তারিখে ইউরিয়া সারের মূল্য কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি ২০ টাকা থেকে কমিয়ে ১৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০০৯ এর আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে ২৮,৮১৩ খুচরা সার বিক্রেতাসহ বিএডিসিতে নিবন্ধিত ৩,০০০ জন সার ডিলার ও ৫,৩৪৯ জন বিসিআইসি'র সার ডিলারসহ সর্বমোট প্রায় ৩৬,৩৪৯ জন সার বিতরণকারীর মাধ্যমে সার বাজারজাতকরণ করা হচ্ছে। বিএডিসির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় নন-ইউরিয়া (টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি) সার আমদানি করে তা ডিলারদের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশে রাসায়নিক সারের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে এবং এ সরকারের আমলে সারের কোন সংকট হয়নি এবং বর্তমানেও কোন সংকট নেই। ফলে দেশে একটি টেকসই সার বিতরণ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে যার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকের ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় সার সময়মতো সরবরাহ পাচ্ছেন।

বিগত সাড়ে চার বছরের নন-ইউরিয়া সারের মূল্য হ্রাস

সারের নাম	১৪/০১/২০০৯ এর পূর্বে কেজি প্রতি মূল্য (টাকা)	১৪/০১/২০০৯ তারিখ হতে কেজি প্রতি মূল্য (টাকা)	০২/১১/২০০৯ তারিখ হতে কেজি প্রতি মূল্য (টাকা)	২৪/১০/২০১০ তারিখ হতে কেজি প্রতি মূল্য (টাকা)
টিএসপি	৮০	৪০	২২	২২
এমওপি	৭০	৩৫	২৫	১৫
ডিএপি	৯০	৪৫	৩০	২৭

ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি

সেচ এলাকা সম্প্রসারণ এবং ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, এলজিইডি, ডিএই ও বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদার করা হয়েছে। সেচকার্যে পরিবেশবান্ধব ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের জলাবদ্ধ এলাকা, হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষুদ্রসেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিএডিসি ও বিএমডিএ'র মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহার করে ৩,৩৯,৬৬৮ হেক্টর এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে ১,৭১,২৫৮ হেক্টর মোট ৫,১০,৯২৬ হেক্টর কৃষি জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। সেচ সুবিধা প্রদান করতে বিএডিসি ২টি ও এলজিইডি'র সহায়তায় ডিএই ৮টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করেছে এবং তিনটি পার্বত্য জেলায় ২৫টি ঝিরি বাঁধ নির্মাণ করেছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে ৯টি রাবার ড্যাম নির্মাণের কার্যক্রম চলছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এলজিইডি কর্তৃক চট্টগ্রাম জেলার কটিকছড়ি উপজেলায় হালদা নদীর উপর নির্মিত রাবার ড্যাম

বরেন্দ্র অঞ্চল তথা রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সহায়তায় ফসলে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করে পরিবেশবান্ধব ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য ডাবল লিফটিং পদ্ধতিসহ পুকুর খননের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে (বরেন্দ্র অঞ্চলে) এ পর্যন্ত ২,৩৬৮টি গভীর নলকূপ স্থাপন, গভীর নলকূপে বিদ্যুতায়ন ৪,৩৫৪টি ও ২০৬টি পুকুর পুনঃ খনন করা হয়েছে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ

'খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি' প্রকল্পে প্রায় ১৬৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে ২৫% কম মূল্যে দেশের ৩৫টি জেলায় ৩৮ হাজার ৩২৪টি বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, পাওয়ার থ্রেসার, মেইজ শেলার, স্প্রেয়ার, উইডার ইত্যাদি কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে, এছাড়া ৩,১৯৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কৃষি যন্ত্রপাতির প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত খামার যন্ত্রপাতির মোট মূল্যের ৬০% পর্যন্ত ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের নিকট সরবরাহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর ফলে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ট্রান্সপ্লান্টারের সাহায্যে ধানের চারা রোপণ

কৃষি খাতে ভর্তুকি প্রদান

কৃষকের ফসল উৎপাদন খরচ কমানোর লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুতের রিবেট প্রদান এবং বীজ, সার, ইক্ষু চাষিদের সহায়তা বাবদ ভর্তুকি প্রদান করছে। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি বরাদ্দ ছিল ৩,৯০০ কোটি টাকা। বর্তমান সরকারের আমলে ভর্তুকি সহায়তা প্রতি বছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে

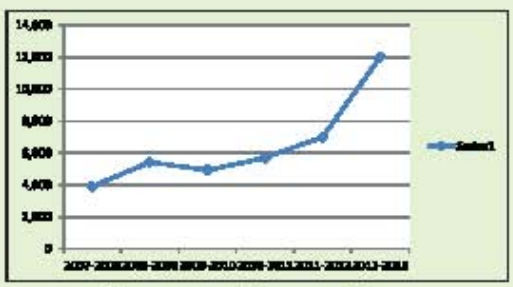

বিভিন্ন বছরে ভর্তুকি প্রদানের চিত্র

৫১৭৮.২৬৯১ কোটি টাকা, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৪৮৮৮.৪২৮৯ কোটি টাকা, ২০১০-১১ অর্থবছরে ৫,৭০০.০০ কোটি টাকা ২০১১-১২ অর্থবছরে ৬৪৯৯.৯৯ কোটি টাকা এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১১,৯৯৯.৯৯৩৮ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে প্রদত্ত মোট ভুর্তকির পরিমাণ ৩২ হাজার ১৫০ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা।

কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রবর্তন ও কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলা

বর্তমান সরকারই প্রথমবারের মত সারাদেশে কৃষকদের কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ পর্যন্ত ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৫৬টি কার্ড কৃষকদের প্রদান করা হয়েছে। এ কার্ডের সহায়তায় কৃষক প্রথমবারের মত মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ পেয়েছেন। এ পর্যন্ত সারা দেশে ৯৮ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬০৬টি ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে। ফলে সরকার প্রদেয় আর্থিক সহায়তা সরাসরি কৃষদের হাতে স্বচ্ছভাবে পৌঁছানো নিশ্চিত হয়েছে এবং ব্যাংকিং সুবিধার আওতায় এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে আনার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নেত্রকোনা জেলার কৃষদের মাঝে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ

কৃষকদের ফসল উৎপাদনে প্রণোদনা প্রদান ও কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রম

জানুয়ারি ২০০৯ হতে বর্তমান সরকারের সময়ে বন্যা, আইলা, সিডর, মহাসেন, ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষদের প্রণোদনা ও পুনর্বাসনের আওতায় প্রয়োজনের নিরিখে প্রতি বছরই সার, চারা ও নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়। এজন্য মোট ব্যয় হয় ৩১৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। বছর ভিত্তিক বিভাজন নিম্নরূপ-

বছর	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকা)
জানুয়ারি - জুন ২০০৯	২০.৭৮
২০০৯ - ২০১০	৪৯.৬১
২০১০ - ২০১১	১২৭.২৫
২০১১ - ২০১২	৪১.৮৩
২০১২ - ২০১৩	৫৩.৮৯
২০১৩ - ২০১৪	২০.৯১
সর্বমোট	**৩১৪.২৭**

কৃষি পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন

কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় ১৫টি পাইকারী বাজার এবং ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট, গাবতলীতে একটি কেন্দ্রীয় বাজার স্থাপন, ছয়টি পাইকারী মার্কেটসহ ঢাকার সেন্টাল মার্কেটে কুলচেম্বার স্থাপিত হয়েছে। সেন্ট্রাল মার্কেটের ছয়টি রিফার ভ্যান পণ্য বিপণন শুরু করেছে। সম্প্রতি ভ্যানগুলোর মাধ্যমে কৃষক পর্যায় থেকে কেমিক্যাল মুক্ত আম সংগ্রহ করে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় করা হচ্ছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পরিচালিত বাংলাদেশ এগ্রি বিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৯টি জেলায় ৩৩,৪৩২ জন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হয়েছে। এ প্রকল্প কৃষি ব্যবসা প্রসারের মাধ্যমে প্রায় ৯০,৫২৪ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

নারীর ক্ষমতায়ন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ৫,৫০,৭০০ জন নারীকে ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, সমন্নিত বালাই ব্যবস্থাপনা, ফসল সংরক্ষণ ও সংগ্রহ উত্তর ব্যবস্থাপনা এবং বিপণন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের আওতায় ৪৩,৩০৯ নারীকে ১০,০০০ টাকা থেকে ৩৫,০০০ টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ফসল উৎপাদন, সংক্ষরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষি ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

কৃষি কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী রাজস্ব, প্রকল্প ও কর্মসূচিতে নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীকোটা গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করা হয়েছে।

নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সমন্বিত উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, স্ট্রেনদেনিং মাশরুম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট, দ্বিতীয় শস্য বহুমুখী প্রকল্প, এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন কমপোনেন্ট প্রকল্প সহ অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচি উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

কৃষিবিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ১২ হাজার ৩৫ জন নারী উদ্যোক্তাকে কৃষি ব্যবসার সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচি এবং উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি) বাস্তবায়ন

কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের জন্য কৃষি বান্ধব বর্তমান সরকার রাস্বাজেটের আওতায় ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর হতে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৪১৬টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া একই সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি আওতায় ৩৩৩টি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে।

রাজস্ব বাজেটের আওতাভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ-

ক্রঃ নং	অর্থ বছর	কর্মসূচি সংখ্যা	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়িত অর্থ	অগ্রগতির হার
১	২০০৮-২০০৯	২৯	১২০০৫.৬৩	১১২৬৬.১৪	৯৫%
২	২০০৯-২০১০	৬৬	৩২২৮৭.২২	২৮৫৮৯.৬৯	৮৯%
৩	২০১০-২০১১	৯৪	২৭৭৯১.৭২	২৫২২১.৫০	৯১%
৪	২০১১-২০১২	১০২	২৩১৬৮.৮৯	২২২৯৫.২৭	৯৬.২২%
৫	২০১২-২০১৩	১২৫	২৩৪৩২.৪১	২৩০০৪.২৪	৯৮.১৭%

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

বিগত বছরসমূহের কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা		বরাদ্দ			ব্যয়	
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২০০৮-০৯	৬৪টি	৭৯১.২৫	৫৮০.৭৬	২১০.৪৯	৭০৮.৩৫ (৯০%)	৫৪৭.৫৪ (৯৪%)	১৬০.৮১ (৭৬%)
২০০৯-১০	৬০টি	৯৪২.২৫	৬৮৮.১৭	২৫৪.৫৬	৯০১.৬৯ (৯৬%)	৬৭৬.০০ (৯৮%)	২২৫.৬৯ (৮৯%)
২০১০-১১	৬৪টি	১০৪৮.৮৫	৯০৯.৬৭	১৩৯.১৮	১০১৯.৭১(৯৭%)	৮৮৬.৮২(৯৭%)	১৩২.৮৯ (৯৫%)
২০১১-১২	৭১টি	১০১৯.২৪	৮০৮.৩১	২১০.৯৩	৯৮২.৭১(৯৬%)	৭৯৬.৬০(৯৯%)	১৮৬.১১(৮৮%)
২০১২-১৩	৭৪টি	১১৪৬.৭১	৮৭৮.০০	২৬৮.৭১	১১০৮.০০(৯৭%)	৮৭৩.৩০(১০০%)	২৩৫.৪১(৮৮%)

অঞ্চলভিত্তিক সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুষম বণ্টন এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য অঞ্চলভিত্তিক সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল অঞ্চলভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকা উপযোগী ফসলের জাত উন্নয়ন, গবেষণা, সম্ভাবনাময় কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করে অধিক জমি সেচের আওতায় আনা, কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের বাজার সুবিধা বৃদ্ধি করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য অঞ্চলভিত্তিক প্রকল্পসমূহের তালিকা প্রদান করা হলো-

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের কার্যক্রম
১.	বৃহত্তর বরিশাল-পটুয়াখালী সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	মোট ১৮৩১.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুন ২০১০ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ পূর্বক অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন করা হচ্ছে।
২.	পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন-১ম পর্যায়	প্রকল্পের মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের ৮টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় উন্নত সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ প্রকল্পে মোট ব্যয় হয় ৪০২৭.৪২ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পটি শেষ হয় জুন ২০১০এ।
৩.	পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	প্রকল্পটি জুলাই/২০১২-জুন/২০১৫ মেয়াদে মোট ১৮৯৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক পরিবারের আয় বৃদ্ধি সহ বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি উৎপাদন, কৃষক পর্যায়ে উচ্চফলনশীল জাতের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের জন্য প্রযোজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৪.	পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, বগুড়া ও মানিকগঞ্জ জেলায় কৃষি খামার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	মোট ১৮৬৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুন ২০১১ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে দলগত সম্প্রসারণ সেবা, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, উদ্যানতাত্ত্বিক নার্সারী স্থাপন, কৃষক পর্যায়ে বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, চর এলাকা উন্নয়ন, যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে।
৫.	বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প ৩য় পর্যায়	প্রকল্পটি জুলাই/২০০৭-জুন/২০১২ মেয়াদে মোট ২৮৪২৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর ও পাবনা জেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে।
৬.	পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন	প্রকল্পটি জুলাই/২০১২-জুন/২০১৭ মেয়াদে মোট ২০৯২৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে শস্য নিবিড়করণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ, বালাই ব্যবস্থাপনা ও সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফলন পার্থক্য কমানো, বসতবাড়িতে উদ্যান ফসল চাষের মাধ্যমে পুষ্টিমান উন্নয়ন, এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

৭.	মুজিব সপ্তক সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন	প্রকল্পটি জুলাই/২০১১-জুন/২০১৬ মেয়াদে মোট ২১১০৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে কুষ্টিয়া মুজিব সপ্তক এলাকায় (মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া জেলায়) সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি এবং এলাকা উপযোগী ফসলের উপর গবেষণা ও সম্ভাবনাময় কৃষি প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণসহ কৃষি বাজার উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
৮.	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	প্রকল্পটি জানুয়ারি/২০১১-জুন/২০১৪ মেয়াদে মোট ১৪১৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় কৃষি উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
৯.	পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর এবং জয়পুরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্পটি অক্টোবর/২০১০ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে মোট ২৭০৯৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে ৫০০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান এবং ৬০০০০হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ সুবিধা প্রদান করে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হচ্ছে।
১০.	আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	প্রকল্পটি জানুয়ারি/২০০৯-জুন/২০১৪ মেয়াদে ২৬৮২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে আশুগঞ্জ ও ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং ওয়াটার সেচকাজে ব্যবহারের মাধ্যমে ২২২৬৭ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনয়ন করে ৯৬২৫০ মেঃ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।
১১.	বৃহত্তর বগুড়া-রংপুর-দিনাজপুর সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন (২য় পর্যায়)	প্রকল্পটি জুলাই/২০০৯-জুন/২০১৪ মেয়াদে মোট ২৩১১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে সেচ অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং আধুনিক ও স্থানীয় সেচ কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণের কাজ চলমান রয়েছে ।
১২.	বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাংগাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	প্রকল্পটি জুলাই/২০০৯-জুন/২০১৪ মেয়াদে মোট ২৫৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক ও স্থানীয় প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও পানির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক ১৯৩৮৫ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন কাজ চলমান রয়েছে।
১৩.	বৃহত্তর খুলনা-যশোর-কুষ্টিয়া সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	প্রকল্পটি জুলাই/২০০৯-জুন/২০১৪ মেয়াদে মোট ২৫৮১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি মাধ্যমে সেচ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক বছরে অতিরিক্ত ১০,১১০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন কাজ চলমান রয়েছে ।
১৪.	বৃহত্তর ঢাকা জেলার সেচ এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়	প্রকল্পটি জুলাই/২০১০ থেকে ডিসেম্বর/২০১৪ মেয়াদে মোট ৯৯৩১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি যথাযথ ব্যবহার করে ১৩,৭১০ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৩৪,২৭৫ মে টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হচ্ছে।
১৫.	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	প্রকল্পটি মার্চ/২০১১-জুন/২০১৪ মেয়াদে মোট ১৪১৭৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় নতুন সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি যথাযথ ব্যবহার করে বছরে ২১০৭৬ হেঃ আবাদযোগ্য জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ৫২,৬৯১ মেঃ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন কাজ চলমান রয়েছে।
১৬.	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্পটি জুলাই/২০১১-জুন/২০১৪ মেয়াদে মোট ৮৯৬৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে গভীর নলকূপ স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ এবং অন্যান্য সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ/ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও পানির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক বছরে অতিরিক্ত ১০,১১০ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন কাজ চলমান রয়েছে।
১৭.	পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্পটি জানুয়ারি/২০১৩-জুন/২০১৭ মেয়াদে মোট ১০০২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী ও কক্সবাজার জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে

পতিত জমি চাষের আওতায় আনার কর্মসূচি

ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমির পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর বরিশাল, খুলনা ও সিলেট জেলার পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বৃহত্তর সিলেটের পতিত জমি চাষাবাদের জন্য সিলেট অঞ্চলে পতিত জমি ব্যবহারের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বৃহত্তর বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে লবণাক্ত ও পতিত জমিতে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে ৩৩৫.৪১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বৃহত্তর বরিশাল পটুয়াখালী সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে এবং অনেক এক ফসলি জমি দুই/ তিন ফসলি জমিতে রূপান্তর করা সম্ভব হয়েছে।

অঞ্চলভিত্তিক সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

জলবায়ু প্রতিকূল কৃষি অঞ্চল রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ঝালকাটিতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সমন্বিতভাবে মোকাবেলা করার জন্য Integrated Agricultural Productivity Project (IAPP) নামে ৩৮১.০০ কোটি টাকার একটি সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি জুলাই, ২০১১ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত চলবে।

দক্ষিণাঞ্চলের মহাপরিকল্পনা

দেশের সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় তথা দক্ষিণাঞ্চলের সামগ্রিক কৃষির উন্নয়নের জন্য ২০১১ সালে একটি মহাপরিকল্পনা Master Plan for Agricultural Development in the Southern Region of Bangladesh প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয় যা ২০১৩ সালে জুলাই মাসে সম্পন্ন হয়েছে এবং এর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ মহাপরিকল্পনার আওতায় দক্ষিণাঞ্চলের ১৪টি জেলায় সামগ্রিক কৃষি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ফসল, মৎস্য প্রাণিসম্পদ খাতসহ পানি ব্যবস্থাপনার সমন্বিত উন্নয়নের জন্য ১০টি প্রধান ক্ষেত্রে (Thematic Area) ৮৫টি কার্যক্রম (Intervention) চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১৩-২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৫৭ হাজার ৬৮ কোটি টাকা।

দক্ষিণাঞ্চলের মহাপরিকল্পনা প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে:

* ত্রিশ লাখ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হবে
* কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে
* কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়বে
* পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং আবাদ অনুপোযুক্ত জমি উদ্ধার হবে
* পরিবর্তনশীল জলবায়ু উপযোগী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ভূ-উপরিস্থ পানির সেচ কাজে ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে
* চিংড়ি চাষের উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং মৎস্য সম্পদ রক্ষা হবে
* ক্ষুদ্র পোল্ট্রি ও দুগ্ধ খামারের উন্নয়ন হবে।

ই-কৃষি বা ডিজিটাল কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন ও ক্রপজোনিং ম্যাপ প্রণয়ন

দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা তথ্য বাতায়ন চালু হয়েছে। এখানে কৃষি বিষয়ক ই-কৃষি কার্যক্রমের আওতায় ফসলের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়ে কৃষি তথ্য সার্ভিসের মাধ্যমে তথ্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের মাধ্যমে দেশের ১০টি কৃষি অঞ্চলে ১৪৫টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে স্থাপিত এসব এআইসিসির সহায়তায় কৃষকগণকে ভিডিও সংলাপের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর সহায়তায় বরগুনা জেলার আমতলীতে কমিউনিটি রেডিও স্থাপন করা হয়েছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক কৃষি কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ০৯৬৩৩-১২৩১২৩ নম্বরে যে কোন মোবাইল থেকে ফোন করে কৃষক তাৎক্ষণিকভাবে কৃষি/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সমস্যা সমাধান বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পাচ্ছেন।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ২০০টি উপজেলায় মাটির উর্বরতা অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশের লক্ষ্যে অনলাইন সার সুপারিশ কার্যক্রম চালু রয়েছে। মাটির প্রকৃতি ও জমির উর্বরতা মানের ভিত্তিতে ফসলের উপযোগিতা ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য প্রয়োজনীয় সুষম সারের পরিমাণসহ কৃষির সার্বিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) ১০টি ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো কৃষি জলবায়ু, ভূমিরূপ, মৃত্তিকা ও শস্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে Computer based Geographical Information System (GIS) মডেলিং এর সাহায্যে ১৭টি শস্য উপযোগিতা (Crop Suitability) বিষয়ক ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই ম্যাপ এর ভিত্তিতে উপজেলাভিত্তিক শস্য অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়েছে। শস্যগুলো হলো: আউশ, আমন, বোরো, গম, ভুট্টা, আলু, সরিষা, চীনাবাদাম, মসুর, মুগ, মাসকলাই, ছোলা, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, আখ ও পাট। প্রণীত ম্যাপ, মৃত্তিকা ও কৃষি জলবায়ুভিত্তিক দেশে চাষাবাদকৃত প্রধান প্রধান ফসলের উৎপাদনের উপযোগিতা নির্ণয় এবং তৎসংক্রান্ত ম্যাপ তৈরি, ভূমি ব্যবহার এবং শস্যবিন্যাস সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। অধিকন্তু এর মাধ্যমে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং অঞ্চলভিত্তিক বিশেষায়িত ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

২০১০ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) সরকারি ই-উদ্যোগ হিসেবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেছে।

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (AICC) এর কার্যক্রম পরিদর্শনে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার

কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে কৃষি খাতে বিশেষ অবদান রাখা এবং গবেষণায় উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার" প্রদান করে থাকে। কৃষিতে ১০টি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ৩২ জন কৃষক/প্রতিষ্ঠানকে ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৫" এবং ২০১২ সালে ২৮ জন কৃষক/প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৭ প্রদান করা হয়েছে (পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা পরিশিষ্ট-১ ও ২)।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৫ এ পুরস্কার প্রাপ্তদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন

কৃষিবিদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঢাকার ফার্মগেটে ১০২.৬৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এর ফলে কৃষিবিদগণ তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও জ্ঞানার্জনে সক্ষম হবেন, যা দেশের সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কৃষিবিদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

কৃষি বিজ্ঞানীদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদান : ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি এবং প্রতিকূল জলবায়ুর প্রেক্ষাপটে কৃষি উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃষি গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞানীদের প্রণোদনা প্রদানের ঘোষণা প্রদান করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন National Agricultural Research System (NARS) ভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের প্রণোদনা প্রদানের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সুপারিশের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছেন। বর্তমানে এই সুপারিশমালার আলোকে আইন ও বিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে নার্সভুক্ত কৃষি বিজ্ঞানীদের সম্মাননা পদক প্রদান এবং এক মাসের মূলবেতনের সমপরিমাণ সম্মানি প্রদানে অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। কৃষি বিজ্ঞানীদের চাকুরী হতে অবসরের বয়স বৃদ্ধির একটি প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

জনবল নিয়োগ

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর দপ্তর/সংস্থায় বিগত সাড়ে চার বছরে ৫২৭৭ জন নিয়োগ করা হয়েছে এবং অন্যান্য শূন্যপদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দপ্তর/সংস্থাভিত্তিক জনবল নিয়োগ নিম্নরূপ-

দপ্তর/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ	নতুন নিয়োগ
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	২৪৭৪১	২০৭২৬	৪০১৫	২৭৬৫
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	২৩৯	১৮৬	৫৩	২২
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	৬৮০০	৫২১৮	১৫৮২	৪৭২
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫১৩	৪৪৮	৬৫	১১২
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	২৮৩২	২৭০৪	১২৮	৩৬৬
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	৬৭৮	৬০২	৭৬	১৫৪
বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩৯৪	৩২৩	৭১	৩৫
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩৮০	২৭৮	১০২	৪৩
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৬৫০	৬৫০	০	৫২
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	৬৭৫	৪৬৩	২১২	৮১
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	৫৬৭	৪৮১	৮৬	৪৯
তুলা উন্নয়ন বোর্ড	৮৮০	৭৫৮	১২২	১৩১
কৃষি তথ্য সার্ভিস	২৩৬	১৯৪	৪২	১১
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৪৫	২১	২৪	০
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	২২৩	১৯৫	২৮	২৩
কৃষি মন্ত্রণালয়	২৩০	১৭৯	৫১	৫৪
মোট	৪০০৮৩	৩৩৪২৬	৬৬৫৭	৫২৭৭

সার্ক সীড ব্যাংক

সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বীজের আদান প্রদানের মাধ্যমে মানসম্মত বীজের ব্যবহার বাড়িয়ে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে আঞ্চলিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Regional SAARC Seed Bank Agreement ১১ নভেম্বর ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭তম সার্ক বৈঠকে স্বাক্ষরিত হয়। SAARC Seed Bank Agreement সংক্রান্ত Ratification এর প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে।

সরকারের বিশেষ উদ্যোগে SAARC Seed Bank গঠনের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে বীজের ব্যবহার বাড়ানো সম্ভব হবে এবং উচ্চ ফলনশীল ও প্রতিকূল সহিষ্ণু ফসলের জাত আদান প্রদান করা সম্ভব হবে। যা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

"জাতীয় কৃষিনীতি, ২০১৩" প্রণয়ন

"জাতীয় কৃষিনীতি, ২০১৩" এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ অধিকতর ফসল উৎপাদন এবং কৃষি কার্যক্রম বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন।

জাতীয় কৃষি নীতির উদ্দেশ্য সমূহ হচ্ছে-

- টেকসইই ও লাভজনক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফসলের উন্নত জাত ও চাষাবাদ প্রযুক্তির টেকসই উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করা
- যথাযথ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও উপকরণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা
- বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক কৃষির প্রচলন করা এবং তা অব্যাহত রাখা
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনযোগ্য (Adaptable) কৃষকের চাহিদা মিটাতে সক্ষম এমন স্ব-নির্ভর এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ
- কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করাসহ কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন
- আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদামত মানসম্পন্ন কৃষি পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান ও কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা
- কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি নির্ভর নতুন শিল্প স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
- জনগণের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে কৃষি বহুমুখীকরণ এবং অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করা

"জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৩"-এর মূল বৈশিষ্ট্য-

- এতে ফসল উৎপাদন হতে বিপণন পর্যন্ত সকল কর্মকাণ্ডের চালিকা শক্তি হিসেবে কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র সেচ, বীজ, সার, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ, কৃষিতে সমবায়, কৃষি বিপণন, কৃষি ক্ষেত্রে নারী, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কৃষি খাতে শ্রম ইত্যাদি বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্তি করণ
- বিভিন্ন উন্নয়ন দলিল, বিশেষ করে রূপকল্প ২০২১, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি), সার্ক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি), ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইত্যাদিতে সরকারের লক্ষ্য ও উন্নয়ন কৌশলের আদলে ইতোপূর্বে প্রণীত "জাতীয় কৃষিনীতি, ১৯৯৯" পরিমার্জন করে "জাতীয় কৃষিনীতি, ২০১৩" প্রণয়ন
- কৃষি খাতের সাথে সম্পৃক্ত সকল মহলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় "জাতীয় কৃষিনীতি, ২০১৩" এর যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন তথা সার্বিক কৃষি খাত একটি গতিশীল ও লাভজনক খাত হিসেবে গড়ে উঠবে এবং বাংলাদেশের কৃষি বর্তমান ভরণপোষণ পর্যায় হতে ভবিষ্যতে টেকসই বাজারমুখী কৃষিতে উত্তরণ ঘটবে

কৃষিঋণ বৃদ্ধি

বর্তমান সরকার হ্রাসকৃত সুদে বিভিন্ন ফসলের জন্য কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করাসহ কৃষি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে কৃষি ঋণের পরিমাণ ছিল ১২৬২৫ কোটি টাকা যা ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪,৬৬৭.৪৯ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এছাড়া ডাল, তেল, ভুট্টা ও মসলাজাতীয় ফসলে হ্রাসকৃত অর্থাৎ ৪% সুদে কৃষি ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

আইনের সংকলন প্রকাশ

২০১১ সালের আগস্ট মাসে 'কৃষি আইনের সংকলন' শিরোনামে ১ম ও ২য় খণ্ডে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার জন্য প্রযোজ্য আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, নীতি ও প্রজ্ঞাপন সংকলন আকারে মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখার উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটি কৃষি সেক্টরের সকল পর্যায়ে গাইড বই হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আইন ও ভূমি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে।

বিগত সাড়ে চার বৎসরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত আইন/বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে-

- বহিরাগত পোকামাকড় ও রোগবালাই প্রতিরোধের জন্য 'উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১১
- The Pesticide Rules ১৯৮৫ সংশোধন করে The Pesticide Rules 2010 (Amendment)
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কে পুনর্গঠনের মাধ্যমে শক্তিশালী করার নিমিত্ত কৃষি বিপণন আইন-২০১৩

অডিট নিষ্পত্তি

মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর সংস্থার সার্বক্ষণিক বিশেষ কার্যক্রমের ফলে বিগত সাড়ে চার বৎসরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। জানুয়ারি/২০০৯ এ মোট অডিট আপত্তি ছিল ২৩,৭৪৪টি। জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৫,০৪১টি নতুন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। কিন্তু উক্ত সময়ে আপত্তি নিষ্পত্তি হয় ১৩,৮১৪টি। ফলে ১ জুলাই ২০১৩ এ অডিট আপত্তি সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৪,৯৭১টিতে। সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

কৃষি ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার নিমিত্তে বিগত ৪ বছরে বাংলাদেশের সাথে জর্ডান, শ্রীলঙ্কা, চীনের ইউনান প্রদেশ, তুরস্ক, রিপাবলিক অব কোরিয়া, বেলারুশ, ভুটান, রাশিয়া ফেডারেশন, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ সুদান এবং ভিয়েতনামের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর/নবায়ন করা হয়েছে।

গুটি ইউরিয়া ও জৈবসারের ব্যবহার বৃদ্ধি

সরকার ইউরিয়া সার সাশ্রয়ের লক্ষ্যে দেশের সর্বমোট ৩১০টি উপজেলায় গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের ফলে ইউরিয়া সাশ্রয়ের পাশাপাশি ফসলের উৎপাদন ১৫-২০% বৃদ্ধি পায়। ফসল আবাদে ২০১০-১১ সালে ১,২৬,৮৯৩ মে. টন, ২০১১-১২ সালে ১,৯২,৩৩৬ মে. টন এবং ২০১২-১৩ সালে ২ লাখ ২৯ হাজার ১৪৮ মে. টন গুটি ইউরিয়া ব্যবহার হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর লিফ কালার চার্ট (এলসিসি) পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ইউরিয়া সার সাশ্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এছাড়া রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসেবে জৈবসারের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কর্মসূচির আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৬০টি জেলার ৩০০টি উপজেলায় কার্যক্রম চলছে। কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে বেসরকারি পর্যায়ে জৈব সার উৎপাদনের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

যন্ত্রের সাহায্যে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ

জাত ও ডিলার নিবন্ধন

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং কর্তৃক উচ্চফলনশীল ১১টি ধানের জাত ও ২টি হাইব্রিড ধানের জাত, আলুর ১৬টি, ইক্ষুর ৩টি, গমের ৪টি, ৮৮৯টি নন-নটিফাইড ফসলের জাত নিবন্ধন এবং ৯,০০০ জনকে বীজ ডিলার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও গত সাড়ে চার বছরে সারাদেশে মানসম্পন্ন বীজ ব্যবসায় জোরদার করার লক্ষ্যে ৪,৭৫১ জন বীজ ব্যবসায়ীকে বীজ ডিলার নিবন্ধনের আওতায় আনা হয়েছে।

রপ্তানি

- বর্তমান সরকারের নগদ সহায়তা বৃদ্ধি ও সময়োপযোগী বিভিন্ন রপ্তানিবান্ধব উদ্যোগ ও রপ্তানিনীতি এবং হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় তাজা শাকসবজি ও ফলমূল রফতানির পরিমাণ ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে ২৪,৬৭০ মেট্রিক টন থেকে ২২৭% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে প্রায় ৮০,৬৬০ মেট্রিক টনে এবং বর্ণিত সময়ে রপ্তানি আয় ৫০.৭১ মিলিয়ন থেকে ২৬০% বৃদ্ধি পেয়ে ১৮২.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে

- পান পাতা জাতীয় ফলিয়েজ রপ্তানি আয় ৩২.৪৯মি. মার্কিন ডলার থেকে ১৭.২৭% বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮.১ মি. মার্কিন ডলার হয়েছে (জুলাই - মে ২০১৩ পর্যন্ত)
- মসলা রপ্তানি আয় ৪.৫৩ মি. মার্কিন ডলার থেকে ৩১৫% বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৮১ মি. মার্কিন ডলার হয়েছে (জুলাই - মে ২০১৩ পর্যন্ত)
- সাইট্রাস ক্যাংকার রোগের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ সমূহে ২০০৮ সাল থেকে লেবু রপ্তানি বন্ধ ছিল। যথোপযুক্ত উদ্যোগ নেয়ার ফলে ২০১১ সালের নভেম্বর থেকে পুনরায় লেবু রপ্তানি শুরু হয়েছে

কৃষি ফার্ম শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি

অনিয়মিত কৃষি ফার্ম শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১৮০ টাকা থেকে ২৩০ টাকা এবং নিয়মিত কৃষি ফার্ম শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ২০০ টাকা থেকে ২৬০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। অনিয়মিত কৃষি ফার্ম শ্রমিকদের বছরে একটি উৎসব ভাতা এবং নিয়মিত কৃষি ফার্ম শ্রমিকদের একটির স্থলে দু'টি উৎসব ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

দুইজন কৃষি বিজ্ঞানীকে স্বাধীনতা পদক দান

দেশের উন্নয়নে কৃষিবিদদের অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ। প্রখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা এবং ড. মোঃ আব্দুল হামিদ মিঞাকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করা হয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপ কৃষিবিদ সমাজকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে এবং তাদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কৃষি বিজ্ঞানী ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা এবং ড. মোঃ আব্দুল হামিদ মিঞাকে স্বাধীনতা পদক প্রদান